দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৯৫ : ১৮ই আগস্ট, ১৯৮৮

18 AUG 1988
কলাম
048

সমাজে ইংরাজীর স্থান

গত মঙ্গলবার রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রাঙ্গণে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকার গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরাজী অধ্যয়নের কথাও সকলের বিবেচনা করার সময় এসেছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সমাজের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাংলাদেশে মাতৃভাষা বাংলার স্থান এখন সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন সরকার সর্বপ্রথম জাতীয় সংসদে আইন পাস করে সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন বাধ্যতামূলক করেছেন। তাঁর সরকার সরকারী চিঠিপত্রে বাংলা ব্যবহারও আবশ্যক করার নির্দেশ দিয়েছেন। কর্মচারীরা চিঠিপত্রে বাংলাভাষা ব্যবহার করছে কিনা তা তদারকীরও ব্যবস্থা রয়েছে। এভাবে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার আমাদের দেশে ও সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছেন।

এ পটভূমিতেই আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরাজীর অধ্যয়ন ও অনুশীলনের প্রশ্নটি এসেছে। ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশেও প্রচলিত আছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে স্থান নির্দেশিত নয়। আমরা যদি ইংরাজী অধ্যয়ন বজায় রাখি তাহলে নীতিগতভাবেই আমাদের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থায় এর স্থান নির্ধারিত হওয়া উচিত। ইংরাজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির বাহন। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজীর জ্ঞান যে সহায়ক বা প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই মাতৃভাষা ছাড়াও দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক ভাষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। এর কারণ হচ্ছে শিল্প ও প্রযুক্তির দিক থেকে খুবই অগ্রসর কয়েকটি দেশের ভাষা উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যম হয়ে আছে। আমরা যদি উচ্চতর বিদ্যার অধিকারী হতে চাই, যদি বিদেশী চাকরি করতে চাই, যদি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমাদের দেশে গ্রহণ করতে চাই, তাহলে একটি আদর্শিক দ্বিতীয় ভাষার সহায়তা প্রয়োজন আছে। আবেগমুক্ত মন নিয়েই এই সত্য আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। আমরা আজকের পৃথিবীতে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে পারি না। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের সংযোগ এবং ভাব বিনিময় এমনই জরুরী যে দ্বিতীয় ভাষার চর্চা সমাজে এক রকম আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

ইংরাজীর ব্যবহার যে আমাদের সমাজে নেই কিংবা কেউ যে ইংরাজীর চর্চা করছে না, এমনও নয়। যারা সঙ্গতিবান তাদের ছেলেমেয়েরা ইংরাজী ঠিকই অধ্যয়ন করছে এবং বিদ্যাচর্চার জন্য বিদেশেও চলে যাচ্ছে। ফলে দেশে দুই রকম শিক্ষিত শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে। এর বদলে আমাদের সমাজে ইংরাজীর স্থান সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হলে সবাই সমান সুযোগ পাবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন আরও ভালভাবে উচ্চশিক্ষা লাভে তা সহায়ক হবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ আমাদের দেশে বাংলা প্রচলন আইন পাসের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন। তাঁর সরকার দৃঢ়ভাবেই বাংলা প্রচলন চান। কিন্তু একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আদান প্রদান, উচ্চশিক্ষা ও বিদেশে কর্মসংস্থানের বিষয়টিও আমাদের মনে রাখতে হবে। সন্দেহ নেই, ইংরাজী ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ও সংশ্রব দীর্ঘকালের। এ কারণেই আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজীকে গ্রহণ করা সহজ ও সম্ভবপর। আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজীর পঠন পাঠন পদ্ধতি কি রকম হবে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতী মহল পরামর্শ দিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে আজকের পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এখন কম্পিউটার বলতে গেলে নতুন এক 'ভাষা' তৈরি করছে এবং কম্পিউটার পাঠ্যবই এমন কি শিক্ষকের বিকল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গোটা বিশ্ব যখন দ্রুত পায়ে একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে চলেছে তখন আমাদের বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার কথা ভাবতে হবে।

আমরা মনে করি প্রেসিডেন্ট এরশাদ ইংরাজীর অধ্যয়ন ও অনুশীলন সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা দেশের ও উচ্চশিক্ষার কল্যাণের কথা মনে রেখে বলেছেন। আমাদের সমাজে ইংরাজী ভাষার অবস্থান আবেগমুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারিত হওয়া উচিত।